দৈনিক জনকণ্ঠ

AUG. 20 2006

জোটের রাজনীতি

বৈধতা পাচ্ছে কওমী মাদ্রাসা ॥ ফাজিল কামিল হচ্ছে ডিগ্রী মাস্টার্সের সমমানের

শতাক আহমেদ

জোট রাজনীতিতে বৈধতা পাচ্ছে কওমী মাদ্রাসা। একই সঙ্গে ফাজিল ও কামিলকে করা হচ্ছে জাতীয় বিদ্যালয়ের অধীনস্থ ডিগ্রী ও মাস্টার্সের ান। মৌলবাদী জামায়াত ও অন্য ইসলামী নৈতিক দলগুলোর প্রচণ্ড চাপের মুখে চনের ঠিক আগ মুহূর্তে নেয়া হচ্ছে বহুল লোচিত ও বিতর্কিত এই সিদ্ধান্ত। জঙ্গীবাদ মৌলবাদের আগ্রাসনে যখন পুরোদেশ আক্রান্ত বিভিন্ন মাদ্রাসা যেখানে এর উৎপত্তিস্থল বে চিহ্নিত হচ্ছে ঠিক সেই সময়ে এই নর সিদ্ধান্ত নেয়া নিয়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক লোচনা। মূল ধারার শিক্ষকরা বলছেন এ নর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হলে শিক্ষায় এক নর জগাখিচুড়ী অবস্থা সৃষ্টি হবে। মৌলবাদ াম্প্রদায়িকতা শিক্ষা আরও পাকাপোক্ত হবে। ারের শেষ মুহূর্তে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ইসলা লোর মধ্যেও আবার চরম মতবিরোধ দেখ ছে। কওমী মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি নিয়ে য়াত ও ইসলামী ঐক্যজোট-ইসলামী তন্ত্র আন্দোলনের মধ্যে প্রকাশ্যে বিরোধ দিয়েছে। ঐক্যজোট ও শাসনতন্ত্র ালনের পক্ষে বলা হচ্ছে জামায়াতের বাধার েই কওমী মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি হচ্ছে এ জন্য তারা আগামী নির্বাচনে জামায়াত ও এমন কথাও বলতে শুরু করেছে। দিকে ফাজিল ও কামিল ডিগ্রী নিয়ে যাতের সঙ্গে জমিয়াতুল মোদাররেছীনের দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করেছে। জমিয়াতুল মোদাররেছীনের অধীনস্থ মাদ্রাসা শিক্ষকরা বলছেন জামায়াতের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাজিল ও কামিলকে ডিগ্রী ও মাস্টার্সের সমমান করা হলে এর পরিণতি হবে ভয়াবহ। তারা বলছে আলাদা আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে এই ডিগ্রী দিতে হবে। অন্যথায় তারা কোনভাবেই এই সিদ্ধান্ত মানবে না।

কওমী মাদ্রাসা বোর্ডের হিসেব মতে দেশে বর্তমানে দশ হাজারের মতো কওমী মাদ্রাসা রয়েছে। ছাত্রছাত্রী সংখ্যা হবে প্রায় বিশ লাখের মতো। শিক্ষক সংখ্যা সত্তর হাজারের মতো। তবে এই মাদ্রাসার সংখ্যা আরও অনেক বেশি হবে বলে জানা গেছে। এসব মাদ্রাসায় সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এখানে নানা ধরনের মৌলবাদী কাজকর্ম হয় এমন অভিযোগ প্রকাশ্যই রয়েছে। সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এসব মাদ্রাসায় বিভিন্ন ধরনের মৌলবাদী কর্মকাণ্ড ওপেনসিক্রেট। এই অবস্থার মধ্যেও জোটের শরিক ইসলামী ঐক্যজোট এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের চাপে পড়ে বহুদিনের বিতর্কিত এবং মৌলবাদী শিক্ষার চারণ ক্ষেত্র কওমী মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি দিতে যাচ্ছে সরকার। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে এ সংক্রান্ত ঘোষণা আসার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গেছে। সরকারের এমন সিদ্ধান্তের কথা জেনেই কওমী মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি আদায়ে শেষ মুহূর্তে শুরু হয়েছে কৃতিত্বের লড়াই। বিভক্ত দুই ইসলামী ঐক্যজোট শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক এবং মুফতি ফজলুল হক আমিনী গ্রুপের মধ্যে এই লড়াই এখন তুঙ্গে। শায়খুল হাদিসরা মুক্তাঙ্গনের পুরো রাস্তা দখল করে অবস্থান নিয়ে বলেছে দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তারা সেখানেই থাকবে। অন্যদিকে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনও মাঠে রয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আলেমদের ডেকে নিয়ে কওমী মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতির ঘোষণা দেবেন বলে জানা গেছে।

এদিকে জোটের প্রধান ইসলামী দল জামায়াত ফাজিল ও কামিলকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ডিগ্রী ও মাস্টার্স সমমান করার জন্য সরকারের

(২- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

জোটের রাজনীতি

(প্রথম পাতার পর)

ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে আসছিল জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই। সরকারের এক প্রভাবশালী মন্ত্রী কিছুটা পিছুটান দেখালে শেষ মুহূর্তে শেষ মুহূর্তে তারা সরকারকে অক্টোপাসের মতো আঁকড়ে ধরে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকদিন আগে মন্ত্রিসভার কমিটিতে এ ব্যাপারে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। আরেকটি বৈঠকে বিষয়টি চূড়ান্ত করে মন্ত্রিসভায় উত্থাপনের জন্য সারসংক্ষেপ আকারে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এই সরকারের মেয়াদেই তারা এটির চূড়ান্ত ফয়সালা করতে চায়। এটি হলে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরাও বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে।

সূত্র মতে বিএনপি-জামায়াত জোট শাসনে সাধারণ স্কুলের সংখ্যা দুই ভাগ বৃদ্ধি পেলেও একই সময়ে মাদ্রাসার সংখ্যা বেড়েছে পাঁচ ভাগ। শুধু তাই নয় জোট শাসনে মাদ্রাসার এমপিওভুক্তি যেমন বেড়েছে তেমনি এমপিও বাবদ ব্যয়িত অর্থের পরিমাণও বেড়েছে বহুগুণ। জোটের শরিক প্রধান ইসলামী দলটির নানা কূটকৌশলেই এসব হচ্ছে বলে ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। এ নিয়ে সরকারের মন্ত্রীদের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত দেখা দিয়েছে অনেকবার। এরই মধ্যে ভোট পলিটিক্সের কথা বিবেচনা করে নির্বাচনের আগ মুহূর্তে ফাজিল ও কামিলকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ডিগ্রী-মাস্টার্সের সমমান এবং ধর্মান্ধ শিক্ষার প্রধান ক্ষেত্র কওমী মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি দিতে যাচ্ছে জোট সরকার।

প্রগতিশীল ধারার শিক্ষকরা বলছেন, এসব সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে পশ্চাদমুখী মাদ্রাসা শিক্ষাকে আরও একধাপ এগিয়ে নেয়া হবে। এতে মৌলবাদ আরও বাড়বে। শিক্ষক নেতা প্রফেসর এমএ বারী জনকণ্ঠকে বলেন, সিলেবাস সংস্কার না করে ফাজিল ও কামিলকে ডিগ্রী ও মাস্টার্স ডিগ্রীর সমমান করা হলে শিক্ষায় চরম বিপর্যয় নেমে আসবে। কারণ দু'ধারার লোক এক ধরনের সার্টিফিকেট পাবে এটা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি অবিলম্বে এ ধরনের পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রগতিশীল ছাত্র জোট ফাজিল ও কামিলকে ডিগ্রী-মাস্টার্স সমমান ডিগ্রী দেয়ার পাঁয়তারা বন্ধ করার প্রতিবাদে শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ করেছে।